27082 - নজিকেে নকেকাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজিরে উপর শাস্তি আরোপ করার পদ্ধতি কী হতে পারে?

প্রশ্ন

আমি জানি নকে আমলে নজিকেে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নজি নজিকেে শাস্তি দয়োর বড় প্রভাব রয়ছে। কন্তিু, নজিকেে শাস্তি দয়োর পদ্ধতি কী হতে পারে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যে মুমনি নজিরে মুক্তরি ব্যাপারে সচতেন সে নজিকেে যা কছিু ধ্বংসাত্মক সে সব থকেে বাঁচয়িে রাখার চষ্টো করে এবং নজিরে সাথে কোমল হয়। নজিরে সাথে কোমল হওয়ার মধ্যে রয়ছেে আখরিাতরে শাস্তি থকেে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র দকিে নজিরে পথচলাকে পর্যবক্ষেণে রাখা। যা কছিু পালন করার নর্দিশে দয়ো হয়ছেে তা পালন করার ও যা কছিু থকেে নষিধে করা হয়ে তা থকেে বচেঁে থাকার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছলিরে লক্ষ্যে নরিলস চষ্টো করা। তাই ব্যক্তি সকল পাপ থকেে তাওবা করার মাধ্যমে এ পথ চলা শুরু করব। নজিকেে নকে আমলে অগ্রবর্তী হওয়া ও ঈমানরে উচ্চ স্তরগুলো উন্নীত হওয়ার প্রতি উৎসাহতি করব। এক্ষত্রেে সহায়ক উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করব; যমেন- নকে আমলরে সওয়াব সম্পর্কে জানা, গুনাহর কুফল ও কারণগুলো অবহতি হওয়া, দুর্বল মনোবল ও হীনমন্য লোকদরে থকেে দূরে থাকা। নকে আমলে যারা প্ররশি্রমী তাদরে ঘটনাগুলো শুনা। এরপরও যদি অন্তর নকে আমল করা থকেে দুর্বল হয় কংিবা গুনাহ প্রকাশ পায়, গুনাহর প্রতি ঝুঁকে পড়; তখন শাস্তি আরোপরে বষিয়টি আসব।

শাস্তি দয়োর বষিয়টি আসবে সত্য জানার পর এর থকেে মুখ ফরিয়িে নয়োর পর। শাস্তি দয়িে শুরু করবে না। যহেতেু জানার আগে শাস্তি দয়ো ঠকি না এবং যাতে করে বাহানা কর্তন করার ক্ষত্রেে এটি অধকি কার্যকর হয়।

বশিষেতঃ এ বষিয়ে সতর্ক থাকুন- আল্লাহ্র আপনাকে মুবারকময় করুন- য, শাস্তদিান সত্তাগতভাবে উদ্দষ্টি নয়। বরং এটি আত্মগঠন ও আত্মশুদ্ধরি একটি মাধ্যমমাত্র। এটি রোগীর জন্য থরোপরি মত; যা প্রয়োজনমাফকি দয়ো হয়। তাই নজিকেে কষ্ট দয়ো, সাধ্যরে বাইরে কষ্টারোপ করা কংিবা আগুনে পুড়ে শরীরকে কষ্ট দয়ো, কংিবা রোদরে মধ্যে দাঁড়য়িে থাকা কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন শাস্তি প্রশংসতি নয়। শাস্তি অতরিক্তি কষ্টকর হবে না। বরং তা হবে কোন নকে আমল আরোপ করার মাধ্যমে কংিবা কাঙ্ক্ষতি কোন কছিু থকেে নজিকেে বঞ্ছতি করার মাধ্যমে। আপনি নজিইে যহেতেু নজিরে চকিৎিসক; সুতরাং

আপনইি সম্যক অবগত যে, কোন জনিসি আপনাকে অবসন্নতা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করতে সাহায্য করবে; যাতে আপনি সটো ত্যাগ করতে পারনে।

আল-মাকদসি (রহঃ) বলনে:

“জনেে রাখুন, কোন মুমনি যদি নজিরে আত্মপর্যালোচনা করে পায় যে, তার কসুর রয়ছেে কংিবা সে কছিু কছিু গুনাহর কাজ করে তাহলে তার জন্য সমীচীন নয় যে, নজিকেে এ অবস্থায় ছড়েে দয়ো। যদি ছড়েে দয়ে তাহলে গুনাহতে লপি্ত হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং সটো ত্যাগ করা তার জন্য কঠনি হয়ে যাবে। বরং তার উচতি নজিরে উপর বধৈ শাস্তি আরোপ করা; যমেনভিাবে সে নজিরে পরবিার ও সন্তানকে শাস্তি দয়িে থাকে। যমেনটি উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণতি আছে একবার তনিি তার এক বাগানে গয়িছেলিনে। ফরিে এসে দখেলনে মানুষ আসররে নামায পড়ে ফলেছে। তখন তনিি বললনে: আমি আমার বাগানে গয়িছেলিাম। এসে দখেলাম মানুষ নামায পড়ে ফলেছে। আমার বাগানটি মসিকীনদরে জন্য সদকা।

বর্ণতি আছে যে, তামীম আদ্-দারী (রাঃ) একরাতে তাহাজ্জুদরে জন্য না উঠে ফজর পর্যন্ত ঘুময়িে ছলিনে। ঐ রাতরে ঘুমরে শাস্তস্বিরূপ তনিি এক বছর না ঘুময়িে তাহাজ্জুদরে নামায আদায় করছেনে।

হাস্সান বনি সনিান একবার এক রুমরে পাশ দয়িে অতক্রিম করার সময় জজ্ঞিসে করলনে এ রুমটি কবে তরৈী করা হয়ছে?ে এরপর নজিরে আত্মসমালোচেনা করে বললনে: তুমি এমন বষিয়ে জজ্ঞিসে করছ যা তোমার প্রয়োজন নইে। আমি তোমাকে এক বছর রোযা রাখার শাস্তি দবি। এরপর তনিি এক বছর রোযা রাখলনে।

পক্ষান্তরে, যে শাস্তগিুলোতে শারীরকি ক্ষতি রয়ছেে কংিবা কোন নষিদ্ধি কর্মে লপি্ত হওয়া রয়ছে:ে সগেুলো জায়যে নয়। যমেন বর্ণতি আছে যে, এক লোক এক নারীর দকিে তাকয়িছেলি। পরে সে তার চোখ তুলে ফলেছে। অপর এক লোক হাত দয়িে কোন গুনাহ করছেলি পরবর্তীতে তার সে হাত আগুনে পুড়য়িে আতুর হয়ে গয়িছেলি। এ ধরণরে শাস্তদিান জায়যে নইে। কারণ কোন মানুষরে পক্ষে নজিরে ব্যাপারে এমন কছিু করার অধকিার নইে।[মুখতাসার মনিহাজলি কাসদিীন’ থকেে কছিুটা পরমিার্জনিসহ সংকলতি]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।